FEB. 1 9 2001

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং আমাদের করণীয়

ড. সাইদুর রহমান খান

একুশ আমাদের চেতনা, একুশ আমাদের প্রেরণা। একুশের প্রেরণা আমাদেরকে ধাবিত করেছে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের দিকে। একুশের ত্যাগ অপরিসীম। তবে এ ত্যাগের চরম মূল্যায়নও হয়েছে। যে একুশ শুধু বাঙালী জাতির অহঙ্কার ছিল আজ তা সারা বিশ্বের অহঙ্কার ও গর্ব। যে একুশ ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল আজ তা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে পৃথিবীর অসংখ্য ক্ষুদ্র জাতির বিস্মৃতপ্রায়, অবলুপ্তপ্রায় ভাষাকে অস্তিত্ব দিতে সহায়ক হবে। ইংরেজী, ফরাসী, স্প্যানিশ, জার্মান প্রভৃতি ভাষা ঔপনিবেশিক শাসনের সুযোগে বহু জাতির মাতৃভাষাকে গ্রাস করেছে— বিলুপ্ত হয়েছে তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি। ভাষার সাথে সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ভাষাকে রক্ষা করতে না পারলে সংস্কৃতিকেও রক্ষা করা যায় না।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল প্রথমত, আক্রমণের বিরুদ্ধে মাতৃভাষা ও জাতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করার চেতনা। দ্বিতীয়ত, এটা ছিল গণতান্ত্রিক চেতনা। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও আমরা কেবল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে চাইনি। আমাদের দাবি ছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমরা পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতিসত্তার অধিকারে আস্থা জ্ঞাপন করেছিলাম। তৃতীয়ত, এর সঙ্গে বাঙালী জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়টি জড়িত ছিল। চতুর্থত, যেটা বলা হয়নি স্পষ্ট করে, একুশের চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনা— সকলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের চেতনা। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি ছিল তাৎক্ষণিক, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত ছিল সুদূরপ্রসারী মূল্যবোধ। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত একুশের এই চেতনা আমাদের প্রেরণা দিয়েছিল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতির প্রবাহের মধ্যে আমরা নিজেদের পরিচয়ে মূল খুঁজে পেয়েছি।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার শুধু উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল। তাদের সেই হীনপরিকল্পনা সফল হলে আজ পৃথিবীর অসংখ্য মৃতভাষার গোরস্তানে মৃতবাংলা ভাষাও সমাহিত হয়ে থাকত এবং সেই সাথে আমাদের জাতীয় মুক্তির আশারও অপমৃত্যু ঘটত। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, প্রতিবাদী বাঙালীদের এই দাবি মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হতে লাগল ঘরে-বাইরে, পথে, প্রান্তরে। মিছিলে মিছিলে ঢাকার রাজপথ উত্তপ্ত-মুখরিত। পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে রাজপথে মিছিল নিষিদ্ধ করল। কিন্তু ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে ছাত্ররা মিছিল করল রাজপথে। সরকারী রাইফেল গর্জে উঠল। গুলিবিদ্ধ হয়ে রাজপথে এলিয়ে পড়লেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও আরও অনেকে। ভাষা সংগ্রামের শহীদদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হলো ঢাকার রাজপথ। সেদিন বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে এ দেশের মাটিতে পাকিস্তানের কবর খোঁড়া হয় এবং একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বরে তার দাফন সম্পন্ন হয়।

বাঙালীর মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে স্মরণে গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালিত মহান এ একুশে ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রস্তাবক ছিল বাংলাদেশ। এ জন্য 'মাদার ল্যাংগুয়েজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর উদ্যোগ, বাংলাদেশে সরকারের সময়োচিত দ্রুত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্যারিসে বাংলাদেশ দূতাবাসের বিচক্ষণ কূটনৈতিক তৎপরতা অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার। কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে প্রবাসী কিছু বাঙালী ও অন্যান্য ভাষাভাষী ক'জন মিলে 'Mother Language of the World' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন। এই সংগঠনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে এ দেশের সন্তান রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামের নাম স্মরণযোগ্য। তাঁরা ক'জন মিলে একুশে ফেব্রুয়ারিকে

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে ও পরে ইউনেস্কোর সদর দফতর প্যারিসে পাঠান। কিন্তু ইউনেস্কো থেকে তাঁদের বলা হয়, এ ধরনের প্রস্তাব ইউনেস্কোর সদস্যরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসতে হবে। তখন তাঁরা বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করেন। বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজরে আনা হলে তিনি এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেবার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বলেন।

১৯৯৯ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে ১৭ নবেম্বর পর্যন্ত ইউনেস্কোর ৩০তম দ্বিবার্ষিক সাধারণ সম্মেলন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল সে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন শিক্ষাসচিব ড. সা'দত হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' কেবল বিশেষ কোন দেশ বা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর চেতনাকেই সম্মানিত করবে না বরং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি জাতির মুখের ভাষার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করবে এবং বিশ্বের দুর্বল, অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত জাতিগুলোকে তাদের নিজেদের মাতৃভাষাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে

উপাচার্য প্রফেসর সাইদুর রহমান খান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আয়েশা খাতুন, ইউনেস্কো বাংলাদেশ জাতীয় কমিশনের সাবেক সম্পাদক প্রফেসর কফিল উদ্দিন এবং ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী। সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণার প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করেন। পরবর্তীতে ১২ নবেম্বর ইউনেস্কোর টেকনিক্যাল কমিটি কমিশন-২ (যা এ ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা)-এ বাংলাদেশের সেই ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি (নম্বর ৩০ সি/ডি/আর-৩৫) ২৮টি দেশের লিখিত সমর্থনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। লিখিতভাবে সমর্থনকারী দেশগুলো হলো ঃ শ্রীলঙ্কা, বেনিন, ওমান, মিসর, সৌদি আরব, রাশিয়া, বাহামাস, ডোমিনিকান রিপাবলিক, বেলারুশ, ফিলিপিন্স, আইভরি কোস্ট, ভারত, কোমোরোস, ইন্দোনেশিয়া, গাম্বিয়া, হন্ডুরাস, মাইক্রোনেশিয়া, ভানুয়াটু, পাপুয়া নিউগিনি, ইরান, পাকিস্তান, লিথুয়ানিয়া, ইতালি, মালয়েশিয়া, প্যারাগুয়ে, চিলি, স্লোভাকিয়া ও লিবিয়া। কমিশন-২-এ সেদিন মাননীয় রাষ্ট্রদূতের সাথে ড. সা'দত হোসেন এবং আমি বাংলাদেশ ডেস্কে ছিলাম। আমাদের সাথে আরও ছিলেন প্রফেসর কফিল উদ্দিন, জনাব তোজাম্মেল হক (টনি) (ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের বিশেষ উপদেষ্টা) এবং কাউন্সিলর ইকতিয়ার চৌধুরী।

কমিশন-২-এর সভাপতি স্লোভাকিয়ার জনাব লুডোভিট স্ট্যানিস্ল্যাভ মোলনার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ

কোন আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলেন পর পর তিনবার। সৌভাগ্য আমাদের— সৌভাগ্য ২০ কোটি বাঙালীর। বিনা আপত্তিতে প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। সে কি অনুভূতি। কোনদিন তা ভুলতে পারব না। পরবর্তীতে ১৭ নবেম্বর রুটিন বিষয় হিসাবে ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনে প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। মাতৃভাষার জন্য বাঙালীর আত্মত্যাগের ভাস্বর এ দিনটি বিশ্ব স্বীকৃতি পাওয়ায় বাংলাভাষার মর্যাদা যেমন বেড়েছে তেমনি বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হয়েছে। ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়ে শুধু মাতৃভাষার জন্য আমাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগকেই স্বীকৃতি দেয়নি, অমর একুশের শহীদদের আত্মদান থেকে উৎসারিত স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জনকেও মর্যাদা দিয়েছে। সাথে সাথে বাঙালী জাতির পরিচয় ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসকে আরও উজ্জ্বল ও মহীয়ান করেছে।

১৯৫২-এর পর থেকে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস হিসাবে বাংলাদেশে পালিত হয়ে আসছে। ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পাবার পর এখন তা ভিন্ন আঙ্গিকে উদ্‌যাপিত হচ্ছে শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের ১৮৮টি দেশে। ঐসব দেশের মানুষ এখন জানবে ঢাকার বুকে ১৯৫২ সালে রফিক, সালাম, বরকত কি কারণে প্রাণ দিয়েছিল, আরও জানবে বাংলাভাষা, বাঙালী সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস। এটা যে বাংলাদেশের জন্য কত বড় অর্জন তা ভাবাই যায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করে যে বাংলা ভাষা এ বাঙালী জাতিকে একবার বিশ্বব্যাপী পরিচিতি দিয়েছিলেন একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ইউনেস্কো আবার বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতিকে গৌরবান্বিত করল।

১৯৯৯ সালের ১৭ নবেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ কনফারেন্সে একুশে ফেব্রুয়ারি "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসাবে স্বীকৃতি পাবার পর ৪ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে ইউনেস্কোর মহাসচিব কইচিরো মাতসুরা এক চিঠিতে ১৮৮টি সদস্য দেশের জাতীয় কমিশনকে প্রথমবারের মতো ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই ঐতিহাসিক দিবসটি পালনের আহ্বান জানান। তিনি আরও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে, আগামী বছরগুলোতে এই দিবসটি ইউনেস্কোর বার্ষিক কার্যক্রম হিসাবে আরও ব্যাপকভাবে

একুশে ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে কানাডা থেকে 'মাদার ল্যাংগুয়েজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জেসন মরিন এক চিঠিতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ অন্য সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং সেই সাথে তাঁরা একটি আবেদনও রেখেছেন আর তা হলো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাকে অতিমাত্রিকতা প্রদান করতে গিয়ে অন্যের ভাষাকে আমরা যেন হেয় প্রতিপন্ন না করি।'

স্বদেশপ্রেম ও মাতৃভাষাপ্রীতি মানুষের মজ্জাগত প্রবণতা। মানুষের মনে স্বদেশ চেতনা ও স্বদেশপ্রেম উৎসারণে ভাষা এক বড় অবলম্বন ও উৎস। নিজের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক আগ্রাসন থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ায় তা পালনের মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী তাদের নিজ মাতৃভাষাকে রক্ষা করার সুযোগ পাবে। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' কেবল বিশেষ কোন দেশ বা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর চেতনাকেই সম্মানিত করবে না বরং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি জাতির মুখের ভাষার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করবে এবং বিশ্বের দুর্বল, অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত জাতিগুলোকে তাদের নিজেদের মাতৃভাষাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।

মহান ভাষা দিবস 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি পাবার পর বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পেল। আমাদের গর্ব বাংলা ভাষার মাধ্যমে যাতে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা আরও বিস্তৃতি লাভ করতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের এখন থেকে সচেষ্ট হতে হবে। সেই সাথে আমাদের ভাষাকে যাতে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি সেদিকে সরকারকে যেমন দৃষ্টি দিতে হবে তেমনি শিক্ষার সাথে আমরা যারা সংশ্লিষ্ট তাদেরকেও নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে, তাহলেই আমার মতে আমরা বিশ্বব্যাপী যে স্বীকৃতি পেয়েছি তার যথার্থ মূল্যায়ন হবে।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দেবার পর গত বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন যে, ঢাকাতে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও গবেষণা কেন্দ্রে বিশ্বের প্রায় ছ'হাজার ভাষাসহ বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো সংরক্ষণ, চর্চা এবং গবেষণা করা হবে— এটা অনেকটা ভাষার জাদুঘরের মতো হবে। ভাষার ওপর গবেষণা ও জাদুঘরে বিভিন্ন দেশের ভাষার নমুনা বা সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি সংরক্ষণ করা হবে। এতে রাখা হবে একটি অত্যাধুনিক তথ্য সেল। প্রতিবছর পৃথিবী থেকে অসংখ্য ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব পাণ্ডুলিপি রয়েছে— এ ধরনের প্রায় বিশ থেকে পঁচিশটি এবং পাণ্ডুলিপি ছাড়া এক শ'র বেশি ভাষার বিলুপ্তি ঘটছে প্রতিবছর। ভাষার বিলুপ্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতি বা ভাষাভাষির ঐতিহ্য, ইতিহাস, কৃষ্টি, জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি সব হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে এক পর্যায়ে ভাষার দিক থেকে বিশ্ব বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় ঘোষণা করা হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী ভাষা সংরক্ষণের শুভ সূচনা হওয়ার কথা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে প্রস্তাবিত গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ প্রত্যাশিতভাবে এগোয়নি। এটা সচেতন সুধী সমাজকে ভাবিয়ে তুলছে। আমি বিশ্বাস করি, ইউনেস্কো একুশে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বাঙালী জাতির ভাবমূর্তিকে বিশ্বব্যাপী যেভাবে সমুজ্জ্বল করেছে তেমনিভাবে ঢাকাতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হলে ইউনেস্কোর এই মহান উদ্যোগের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে এবং সাথে সাথে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের